মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়

জাতীয় কর্মশালা-২০১৭ এর

সুপারিশমালা

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
জাতীয় কর্মশালা-২০১৭

‘‘শিশু শিক্ষায় মেধা, যত্ন ও বিকাশ”

প্রতিবেদন

(সুপারিশমালাসহ)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়

জাতীয় কর্মশালা-২০১৭

প্রতিবেদন (সুপারিশমালাসহ)

সম্পাদনায় ঃ **জনাব স্বপন কুমার বড়াল**
(অতিরিক্ত- সচিব)
প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়।

সহযোগিতায় ঃ **১। জনাব কাকলী রাণী মজুমদার**
উপ-পরিচালক (অঃ দাঃ), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়।

২। জনাব নিত্যজিত মহাজন
সহকারী পরিচালক (প্রশা ঃ ও অর্থ), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়।

৩। জনাব প্রীতিলতা অধিকারী
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়।

৪। জনাব সুবল চন্দ্র মন্ডল
কম্পিউটার অপারেটর, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়
জাতীয় কর্মশালা-২০১৭

কর্মশালা অনুষ্ঠানের তারিখ	ঃ	২০ জুন ২০১৭।
কর্মশালা অনুষ্ঠানের সময়	ঃ	মঙ্গলবার ,দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা।
কর্মশালা অনুষ্ঠানের স্থান		অডিটরিয়াম, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ কমপ্লেক্স, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
কর্মশালার প্রধান অতিথি	ঃ	**জনাব মোঃ আব্দুল জলিল** সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
কর্মশালার বিশেষ অতিথিবৃন্দ	ঃ	০১। জনাব ফয়েজ আহমেদ ভুঁইয়া, অতিরিক্ত সচিব.(প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ০২। জনাব মো: হাফিজুর রহমান, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ০৩। জনাব রঞ্জিত কুমার দাস, সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভাপতি	ঃ	**জনাব স্বপন কুমার বড়াল (অতিরিক্ত-সচিব)** প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়।
কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীগণ	ঃ	১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের (পরিকল্পণা কমিশন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিশু একাডেমী, ব্রাক সেন্টার, সুইড বাংলাদেশ) প্রতিনিধি। ২. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। ৩. প্রকল্পের সহকারী পরিচালকগণ। ৪. প্রকল্পের কম্পিউটার অপারেটরগণ। ৫. প্রকল্পের মাস্টার ট্রেইনার ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ। ৬. মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের মন্দির কমিটির প্রতিনিধিগণ। ৭. বিভিন্ন জেলার মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র/ছাত্রীদের অভিভাবকগণ। ৮. মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকগণ। ৯. বিশেষজ্ঞ (কনসালটেন্ট পাবলিক হেলথ, পরিচালক-সুইড বাংলাদেশ, সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/আই.ই.আর ও ফিরোজাবাড়ী ডিসএ্যাবেল হসপিটালের ডাক্তার।)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪থ পর্যায়
জাতীয় কর্মশালা-২০১৭

কর্মশালার বিষয় সমূহ	ঃ	**‘‘শিশু শিক্ষায় মেধা, যত্ন ও বিকাশ”**
		ক। শিশুর মস্তিস্কের গঠন ও উন্নয়ন।
		খ । শিশুর যত্ন ও বিকাশ এবং অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহ।
		গ। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা।
		ঘ। শিশু শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও বিধি-বিধান।
		ঙ। শিশু শিক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ।
কর্মশালায় বিভক্তকৃত দলসংখ্যা ও নাস	ঃ	০৫ টি (বিবেক-বুদ্ধি, আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতা, লালন-পালন ও উৎসাহ -উদ্দীপনা) ।
দলভিত্তিক কাজ	ঃ	১। দলের নাম ঃ বিবেক-বুদ্ধি কাজ ঃ শিশুর মস্তিস্কের গঠন ও উন্নয়ন।
		২। দলের নাম ঃ আদর-যত্ন কাজ ঃ শিশুর যত্ন ও বিকাশ এবং অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহ।
		৩। দলের নাম ঃ স্নেহ-মমতা কাজ ঃ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা।
		৪। দলের নাম ঃ লালন-পালন কাজ ঃ শিশু শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও বিধি-বিধান।
		৫। দলের নাম ঃ উৎসাহ -উদ্দীপনা কাজ ঃ শিশু শিক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ।
সর্ব দলীয় কাজ	ঃ	প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহনে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

শিশুদের ৬+ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। এ সময়ে তাদের লেখাপড়া শুরু হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে পড়ালেখা শুরুর পূর্বেই শিশুদের লেখাপড়ার জন্য প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে কারনে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী বর্তমানে ৫+ বছর বয়সের শিশুদের জন্য ১ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ২ বছর করার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ৪+ বছর বয়স থেকেই শিশুরা শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করবে। তবে শিশুদের মস্তিষ্কের গঠন ও উন্নয়নে অর্থাৎ একটি মেধাবী শিশু পেতে জন্ম থেকে অথবা জন্মের পূর্ব থেকেই মা/বাবা সহ সংশ্লিষ্টদের অনেক কিছু করনীয় রয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে "শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩" নামে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। মা/বাবা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শিশুর মস্তিষ্ক ও তার উন্নয়ন সম্বন্ধে যদি আমরা ধারণা দিতে পারি তবে ভবিষ্যতে আমরা বেশী করে মেধাবী শিশু পেতে পারি।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(১) শিশুর মস্তিষ্কের গঠন ও উন্নয়ন	১। মাতৃগর্ভে ৩/৪ মাস বয়স থেকেই শিশুর মস্তিষ্কের গঠণ শুরু হয় এবং মস্তিষ্কের উন্নয়নে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। মাতৃগর্ভে থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মস্তিষ্কের গঠন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সময় **এ বিষয়টি** মা/বাবা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বোঝাতে হবে।	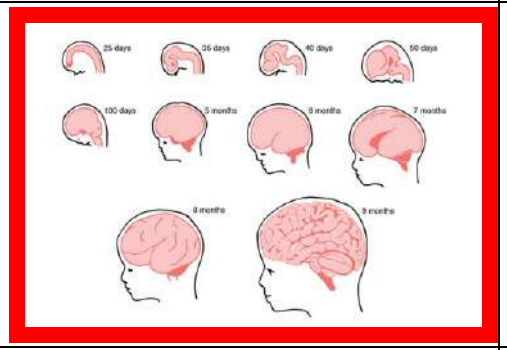	**শিক্ষক-অভিভাবক সভায় এ বিষয় আলোচনা করা যায় এবং শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন । তবে শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষিত করতে হবে ।**
	২। মানুষের ব্রেইন অসংখ্য স্নায়ুকোষ নিয়ে গঠিত । মানুষের মস্তিষ্কে ১০০০০ কোটি স্নায়ুকোষ (নিউরন) থাকে। প্রত্যেকটি নিউরন অন্যান্য নিউরনের সঙ্গে গড়পড়তা ১-১০ হাজার স্নায়ু সংযোগ স্থাপন করে। মাতৃগর্ভে ৩/৪ মাস বয়স থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম ১০ বছর বা তার চেয়ে বেশী সময় স্নায়ুকোষের সংযোগ চলে। জন্মের ২য় বছরে সংযোগ সবচেয়ে বেশী হয়।এ সময় প্রতি সেকেন্ডে ৩ কোটি সংযোগ স্থাপন হয়। সংযোগের ফলে নির্দিষ্ট কিছু সার্কিটরি তৈরী হয়। এই সার্কিটরি তখন বিশেষ ধরনের কাজ করে। নিদিষ্ট সময়ে শিশুর মস্তিষ্কে স্নায়ু সংযোগ যাতে বেশী ঘটে সে বিষয়ে যা কিছু করনীয় সে সম্পর্কে পিতা/মাতা ও সংশ্লিষ্টদের অবহিত করতে হবে।	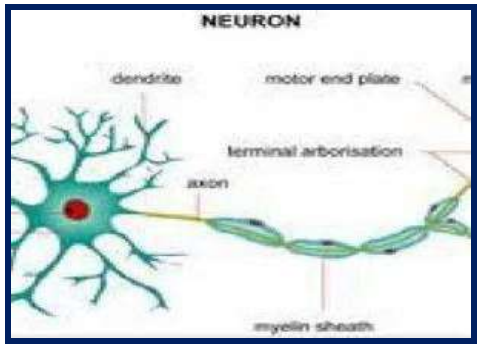	**শিক্ষক-অভিভাবক সভায় এ বিষয় আলোচনা করা যায় এবং শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন । তবে শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষিত করতে হবে ।**

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(১) শিশুর মস্তিস্কের গঠন ও উন্নয়ন	৩। শৈশব কালে সংবেদন সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা (sensory experience) যতবেশী হবে মস্তিষ্কে সার্কিট তৈরী তত বেশী হবে ও ততবেশী শক্তিশালী হবে। তাই শিশুদের শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ স্বাদগ্রহণ ইত্যাদি সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা যতবেশী হবে তার ব্রেইন বিকাশ তত ভালো হবে।শৈশব কালে শিশুদের শ্রবন, দর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ গ্রহন ইত্যাদি বিষয়ে বেশী বেশী অভিজ্ঞতা দিতে হবে এ বিষয়ে পিতা/মাতা সহ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করতে হবে। বিদ্যালয়ে এ বিষয়ে চর্চা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	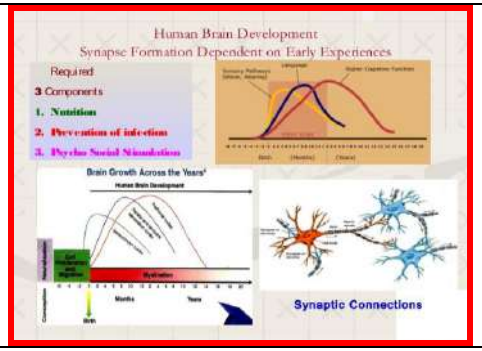	**শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের** শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ ,স্বাদগ্রহণ ইত্যাদি সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা বেশী বেশী করে প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। **শিক্ষক-অভিভাবক সভায় এ বিষয় আলোচনা করা যায় তবে শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষিত করতে হবে** ।
	৪। কাছাকাছি স্নায়ু কোষগুলো যতবেশী প্রারম্ভিক ভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় আদান প্রদান করবে তত বেশী সেই সংযোগ গুলো স্থায়ী হয়ে যাবে। আর বাকী গুলো ক্রীয়াহীন হবার ফলে নির্জীব হয়ে এক সময় ধসে পড়ে। এ রকম যে সব স্নায়ু সংযোগ নিয়মিতভাবে সক্রিয় থাকে সেগুলো দ্বারা তৈরী সার্কিট গুলোই শক্ত ও মজবুত ও টেকসই হয়। শিশুকে বেশী করে উদ্দীপনার মধ্যে রাখতে হবে। কর্ম ও প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে। শিশু যাতে তার পাঁচটি ইন্দ্রিয় প্রতিনিয়ত বারবার ব্যবহারের সূযোগ পায় সেদিকে যত্নবান হতে হবে।	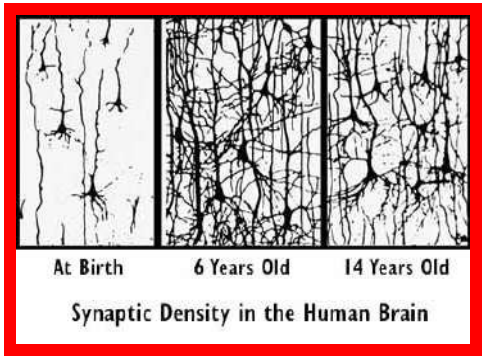	**শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের** পাঁচটি ইন্দ্রিয় প্রতিনিয়ত বারবার ব্যবহারের সূযোগ পায় তার ব্যবস্থা করবেন । বিষয়টি নিয়ে জেলা পর্যায়ে সভা/সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে ।
	৫। শৈশব কালে একটা সময়ের দরজা (Windows of time) থাকে সে সময়ে এ দরজা দিয়ে শিশুর বিকাশের বিভিন্ন দিককে ইচ্ছে মতন প্রভাবিত করা যায়। এ সময় ব্রেইনের বিভিন্ন সার্কিট যেমন, ভাষা শিখা, আবেগ, যুক্তি, অংক শেখা, পেশী সঞ্চালন, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ক সার্কিট গুলো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। তাই অনুকূল পরিবেশ পেলে ও সঠিক দিক নির্দেশনা, গাইড ও প্রাকটিস থাকলে এই সার্কিট গুলো দৃঢ়, শক্ত ও দক্ষ করে তোলা সম্ভব। শৈশবে শিশুকে অনুকূল পরিবেশ, সঠিক দিক নির্দেশনা, গাইড ও নিয়মিত প্রাকটিসের সূযোগ করে দিতে হবে।	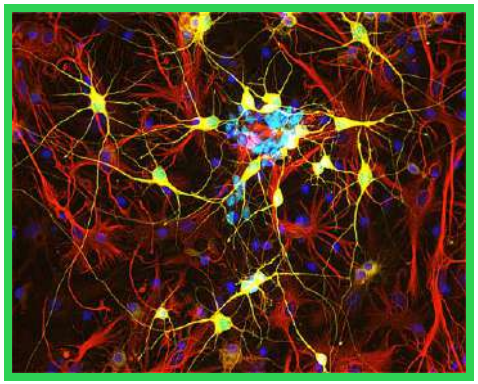	বিদ্যালয়, পিতা/মাতা, পরিবার এ বিষয়ে সহায়তা দিতে পারে।সে কারনে বিষয়টি নিয়ে জেলা পর্যায়ে সভা/সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে সংশ্লিস্টদের সচেতন করা যেতে পারে ।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(১) শিশুর মস্তিস্কের গঠন ও উন্নয়ন	৬। শিশুর মস্তিষ্কের উন্নয়নের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমন কি শিশুর জন্মের পূর্ব থেকেই মা বাবার নিজেদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, সুস্থ থাকার পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হতে হবে। শিশুর খাদ্য পুষ্টি সম্পর্কে মা/বাবা পরিবারকে সচেতন করতে হবে।		পিতা/মাতা এবং পরিবারকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে।সে কারনে বিষয়টি নিয়ে জেলা পর্যায়ে সভা/সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে সংশ্লিস্টদের সচেতন করা যেতে পারে ।
	৭। শিশুর মস্তিষ্কের উন্নয়নে ঘুম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশু যাতে কোন প্রকার disturb ব্যতীত নিয়মিত ঘুমাতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুকে দৈনিক কমপক্ষে ১০/১১ ঘন্টা ঘুমাতে দিতে হবে। মা/বাবা ,অভিভাবক, শিক্ষককে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে।		পিতা/মাতা এবং পরিবারকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। সে কারনে বিষয়টি নিয়ে জেলা পর্যায়ে সভা/সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে সংশ্লিস্টদের সচেতন করা যেতে পারে ।
	৮। শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশে অন্যতম প্রধান বাঁধা শব্দদূষণ। শব্দদূষণের মাত্রা ৪ ডেসিবেল এর মধ্যে রাখতে হবে। এমনকি শিশুর ঘুমের সময় শব্দ করে পার্শ্বে বসে টেলিভিশন দেখাও ঠিক না । মা/বাবা ,অভিভাবক, শিক্ষককে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে।		পিতা/মাতা এবং পরিবারকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে।সে কারনে বিষয়টি নিয়ে জেলা পর্যায়ে সভা/সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে সংশ্লিস্টদের সচেতন করা যেতে পারে ।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(১) শিশুর মস্তিস্কের গঠন ও উন্নয়ন	৯। মানুষের মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশ রয়েছে (Frontal lobe,Parietal lobe, Occipital lobe, Temporal lobe) । বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কাজ । মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশ ও এর কাজ সম্পর্কে ধারনা থাকলে শিশুকাল থেকেই শিশুর বিকাশে মস্তিস্কের প্রভাব সম্পর্কে এবং এর প্রতিকারের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যায় ।	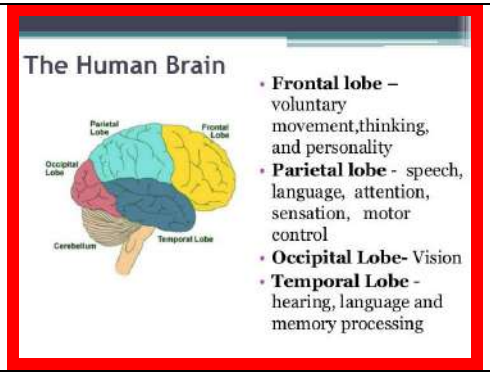	পিতা/মাতা এবং পরিবারকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে।সে কারনে বিষয়টি নিয়ে জেলা পর্যায়ে সভা/সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে সংশ্লিস্টদের সচেতন করা যেতে পারে ।
	১০। মানুষের মস্তিস্কের দুটি ভাগ রয়েছে (Left Brain and Right Brain)। দুটি ভাগের কাজ ভিন্ন ভিন্ন । মস্তিস্কের দুটি ভাগের কাজ সম্পর্কে ধারনা থাকলে শিশুকাল থেকেই শিশুর বিকাশে মস্তিস্কের প্রভাব সম্পর্কে এবং এর প্রতিকারের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যায় ।	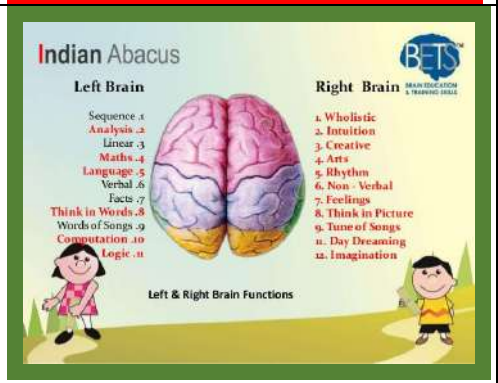	পিতা/মাতা এবং পরিবারকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। সে কারনে বিষয়টি নিয়ে জেলা পর্যায়ে সভা/সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে সংশ্লিস্টদের সচেতন করা যেতে পারে ।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(২) শিশুর যত্ন ও বিকাশ এবং অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহ	(০১) শিশুর যত্নে বয়স উপযোগী খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে। শিশুর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাবার যেমন-ভাত, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাক-সব্জি, ফলমূল ইত্যাদি রাখতে হবে। এতে করে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। শিশুর নিয়মিত পর্যাপ্ত পানি পানের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। শিশুর পিতা-মাতা ও অভিভাবককে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে।		শিশুর পিতা/মাতা এবং পরিবারকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। কেন্দ্রে অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।
	(০২) খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর অঙ্গসঞ্চালন হয় এবং এর ফলে তার শারীরিক বিকাশ সাধিত হয়। তাই বয়স অনুযায়ী শিশুর জন্য বিভিন্ন শিশুতোষ খেলার আয়োজন করতে হবে। শব্দ, অক্ষর, সংখ্যা মুখস্থ করার চেয়ে খেলাধুলার মাধ্যমে শেখা শিশুদের জন্য অনেক বেশি উপকারী। এজন্য পারিবারিক পরিবেশ ও বিদ্যালয়ে শিশুরা যেন পর্যাপ্ত খেলাধুলার পরিবেশ পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।		শিশুদের ক্রীড়া ও শরীরচর্চার বিষয়টি বর্তমান কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।
	(০৩) শিশুর পূর্ণ সুস্থতার জন্য শিশুকে পরিচ্ছন্ন হতে শেখাতে হবে। যেমন নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা, খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়া, নিয়মিত গোসল করা, পরিস্কার কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। শিশু তার পরিবার ও বিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে শিখতে পারবে।		কেন্দ্র শিক্ষক এ বিষয়ে সচেতন থাকবেন এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করার ব্যবস্থা নিবেন।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(২) শিশুর যত্ন ও বিকাশ এবং অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহ	(০৪) শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তাকে পরিপূর্ণ সময় (কোয়ালিটি টাইম) দিতে হবে। পরিবার পরিজনদের আদর-যত্ন, মায়া-মমতা, স্নেহ- ভালোবাসা ও শিশুর প্রতি মনোযোগ শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও ইতিবাচক মানসিক বিকাশে পূর্ণ সহযোগিতা করে। বিষয়টি পিতা-মাতা ও অন্যান্য সকলকে বুঝাতে হবে।		কেন্দ্র শিক্ষক অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করার ব্যবস্থা নিবেন।
	(০৫) বয়স উপযোগী শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। জন্মের পর থেকে শিশুকে সকল রোগ প্রতিরোধমূলক টীকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় শিশুরা তাদের শারীরিক খারাপ অবস্থাটা ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারে না। তাই শিশুর ছোটখাট আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করে প্রয়োজনে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।		পিতা/মাতা এবং পরিবারকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।
	(০৬) পর্যাপ্ত বিশ্রাম শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাই শিশুকে কমপক্ষে ০৯-১০ ঘন্টা ঘুমের ব্যবস্থা করতে হবে। পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সকলকে বিষয়টি বুঝাতে হবে।		পিতা/মাতা এবং পরিবারকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। সে কারনে বিষয়টি নিয়ে জেলা পর্যায়ে শিক্ষক সমন্বয় সভায় আলোচনা করা যেতে পারে এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায়ও বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(২) শিশুর যত্ন ও বিকাশ এবং অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহ	(০৭) শিশুদের ছোট ছোট আগ্রহের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য ও উৎসাহ দিতে হবে। যে কোন সাফল্যে প্রয়োজনে পুরস্কৃত করতে হবে। কোন ব্যর্থতায় তাকে কটুক্তি বা বকাঝকা না করে কিভাবে সফল হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশু তার পরিবার ও বিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে শিখতে পারবে।		মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভায় ও কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।
	(০৮) শিশুকে সামাজিক শিক্ষা দিতে হবে। পরিবার এবং বিদ্যালয় হচ্ছে শিশুর সামাজিক শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম বা প্রতিষ্ঠান। শিশুকে পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিশতে শিখাতে হবে। বড় কিংবা ছোট কার সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে প্রতিদিনের আচরনের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।		শিক্ষক এ বিষয়ে সচেতন থাকবেন এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করবেন।
	(০৯) শিশু বিকাশের কতিপয় ক্ষেত্র রয়েছে। যথা- শারীরিক বিকাশ (Motor development) বুদ্ধি বৃত্তিক বিকাশ (Intellectual development) ভাষাগত বিকাশ (Languagal development) আবেবগগত বিকাশ (Emotional development) সামাজিক বিকাশ (Social development) নৈতিক বিকাশ (Moral development) যৌন বিকাশ (Sexual development) উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে শিশুর পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে এবং শিশুর বিকাশ যাতে বাধাগ্রস্থ না হয়ে ত্বরান্বিত হয় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।	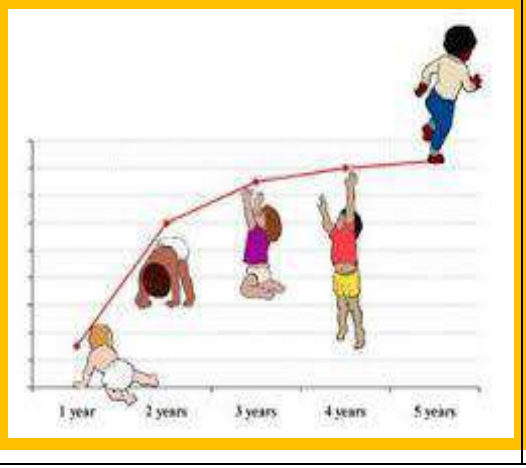	শিক্ষক সহায়িকায় এ বিষয়টি সন্নিশেিত রয়েছে।তথাপি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে শিক্ষকগনকে অবগত করানো যেতে পারে।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(২) শিশুর যত্ন ও বিকাশ এবং অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহ	(১০) আমাদের দেশে ছোটদের স্কুলে এবং বাবা-মা ও পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে প্রায়ই কিছু কিছু ছেলেমেয়ের অবাঞ্ছিত ও উদ্বেগজনিত আচরণের কথা শোনা যায়। এর মধ্যে যে আচরণগুলো বেশি দেখা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ভয়-ভীতি, আঙ্গুল চোষা, মেজাজ মর্জি, আক্রমণাত্মক ব্যবহার, মিথ্যা বলা, চুরি করা, অবাধ্যতা ইত্যাদি । শিশুর ভয়-ভীতি জন্মগত নয়, অবস্থা-সৃষ্ট। শিশুর উল্লিখিত অবাঞ্ছিত আচরনগত সমস্যা দূর করার জন্য পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য্যের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে শিশুকে শাসন বা বকাঝকা বা লজ্জা দেওয়া ঠিক হবে না। এতে শিশুর বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব পরতে পারে।		শিক্ষক এ বিষয়ে সচেতন থাকবেন এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায়ও বিষয়টি আলোচনা করবেন।
	(১১) শিশুর ভাষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য পরিবার, পরিজন ও বিদ্যালয়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জন্মের পর থেকে ২ বছর বয়সের মধ্যে শিশু সকল ধরনের সরল নির্দেশনা দিলে সাড়া প্রদান করতে পারে। ৩ বছরের মধ্যে শিশু কার্যকারণ সূত্র বুঝতে পারে। কঠিন অক্ষর গুলো শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করতে পারে। এই সময়ে শিশুর ৯০% কথাই বুঝা যায়। এভাবে ধীরে ধীরে ৫ বছরের বয়সের মধ্যে শিশুর ভাষাগত বুদ্ধি বৃত্তিক বিকাশ সাধিত হয়। শিশুর এই বিকাশে শুদ্ধ উচ্চারণ ও কথা বলার জন্য পরিবারের সদস্যগণকে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে।		শিক্ষক বিষয়টি খেয়াল রেখে ভাষা শিক্ষা দিবেন এবং শিক্ষক সমন্বয় সভা ও কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করতে পারেন।
	(১২) অসাধারন শিশুদেরকে প্রতিভাবান বা God gifted বলা হয়। প্রতিভাবান শিশুদের বুদ্ধি, মেধা ও অন্যান্য সৃজনশীলতার পরিমাপ বা নির্নয় করা কষ্ঠসাধ্য। বুধ্যঙ্ক ১৪০ এর উপর হলে তাকে সাধারনত প্রতিভাবান বলা হয়ে থাকে। প্রতিভাবান শিশুদের মধ্যে প্রায়ই অতিগর্ব বা superiority এ বিশেষ মানসিকতা দেখা যায়। এ মানসিকতার বলে তারা বড়দের অতি প্রিয় হলেও অনেকসময় দলে বা সমবয়সিদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠে না। এক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে উভয় সংকট দেখা যায়। তাই তাদের ত্বরান্বিত বা Acceleration শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সহপাঠীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, আলোচনা, লেনদেন ইত্যাদি করার অভ্যাস শ্রেনি শিক্ষককে করতে হবে।		শিক্ষক বিষয়টি খেয়াল রাখবেন এবং এ বিষয়ে শিক্ষক সমন্বয় সভা ও কেন্দ্র অভিভাবক সভায় আলোচনা করতে পারেন।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(৩) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা	**(ক) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সনাক্তকরণের কৌশল** ১. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের স্মৃতি শক্তি স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় কম। ২. প্রশ্ন করার সাথে সাথে উত্তর দিতে পারে না। ৩. সহজেই মুখস্ত করতে পারে না বা মুখস্ত বিষয় সহজেই ভুলে যায়। ৪. জানা বিষয়েও সঠিক উত্তর দিতে পারে না যেমন কোন হাতে ভাত খাও বললে বাম হাত দেখিয়ে দেয়। ৫. মাঝে মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ করে। ৬. বুদ্ধিমত্তার স্তর অন্যান্য সাধারণ শিশুর তুলনায় কম। সবার সাথে সমান তালে মিশতে পারে না। ৭. দলীয় কাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানে পিছিয়ে থাকে। ৮. সহজেই কোন কিছু আয়ত্ত্ব করতে পারে না। একই বিষয়ে বার বার বলতে হয়। ৯. সকল বিষয়ে আগ্রহ দেখায় না কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে আগ্রহ খুব বেশি থাকে। ১০. নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ সঠিকভাবে করতে পারে না বা আগ্রহ কম থাকে। যেমন- চুল আচড়ানো, হাত ধোঁয়া, ব্রাশ করা। ১১. নিজের পরিচয় বলতে পারে না এমন কি নারী বা পুরুষ আলাদা করে সনাক্ত করতে পারে না। ১২. স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধির অভাব থাকায় জ্ঞানগত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। ১৩. এসব শিশুদের বিকাশ ধীর গতিতে হয় অর্থাৎ অন্য শিশুদের মত অনুসারে তাদের বিকাশ ঘটে কিন্তু ধীর গতিতে। ১৪. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কিছু কিছু ক্ষমতার ঘাটতি থাকে কিন্তু অন্যান্য সব ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে। ১৫. এসব শিশুরা একই ধারা অনুসরণ করে ভাষা শিক্ষা লাভ করে কিন্তু তুলনামূলকভাবে বয়সের তুলনায় ভাষাগতভাবে পিছিয়ে থাকে। ১৬. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ভাষার কিছু কিছু ব্যাকরণগত বিষয়ে সমস্যা হয়। ১৭. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পুনরাবৃত্তি এবং স্মৃতি গঠনে সাহায্য করার মত সংযোগ সূত্র প্রয়োগে ঘাটতি দেখা যায়। ১৮. এসব শিশুদের ভাবগত ও জটিল ধারণা শিক্ষণে সমস্যা হয়		শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান, মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভায় এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। এছাড়া কেন্দ্র শিক্ষক এ ধরনের শিশুকে চিহ্নিত পূর্বক বিশেষ শিক্ষা প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(৩) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা	কিন্তু অর্থহীন শিক্ষণে সমস্যা হয় না। ১৯. সরল চিরায়ত ও সাপেক্ষণমূলক শিক্ষণে এই শিশুদের উল্লেখযোগ্য সমস্যা হয় না। ২০. সমন্বয়মূলক শিক্ষণে এসব শিশুরা অনেক সময় নেয়। ২১. বোধগম্যতার ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিশেষ ত্রুটি পরিলক্ষ্যিত হয়। ২২. গবেষণায় দেখা গেছে স্বল্প মেয়াদী স্মৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিশেষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।	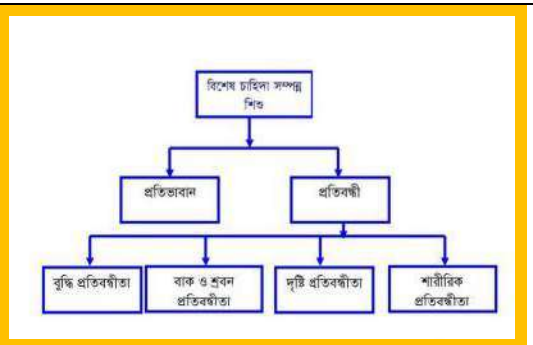	
	(খ) প্রতিবন্ধিতার ধরণঃ উপরোক্ত কৌশলসমূহের মাধ্যমে শিশুটি কোন ধরণের প্রতিবন্ধি তা সনাক্ত করতে পারবে এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।		শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান, মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভায় এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। এছাড়া কেন্দ্র শিক্ষক এধরনের শিশুকে চিহ্নিত পূর্বক বিশেষ শিক্ষাপ্রদানে ব্যবস্থা গ্রহন করবে।
	(গ) প্রতিবন্ধিদের সহায়তার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ : ১. ইউনিয়ন সমাজকর্মী ২. উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ৩. শহর সমাজসেবা কার্যালয় ৪. জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ৫. হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয় ৬. প্রতিবন্ধিদের নিয়ে কর্মরত এন. জি. ও. সমূহ ৭. সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, জাতীয় প্রতিবন্ধি উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন ৮. বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়সমূহ, সুইড বাংলাদেশ		শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান, মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভায় এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। এছাড়া কেন্দ্র শিক্ষক এধরনের শিশুকে চিহ্নিত পূর্বক বিশেষ শিক্ষাপ্রদানে ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(৩) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা	**(ঘ) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ যত্নঃ** ১. এসকল শিশুদের চিহ্নিত করে বিশেষ নজর দিয়ে মূলস্রোতধারায় আনয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ২. এসব শিশুদের মনোযোগের সাথে মৌখিকভাবে অনুশাসনে রাখতে হয়। তাদের দুষ্টামীগুলোকে প্রশ্রয় না দেয়া এবং যে কাজটা যেভাবে করতে হবে তা ধীরগতিতে শিখিয়ে দেয়া। ৩. এসব শিশুদের প্রতিভা ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়ন করা। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের অভিভাবকদের সাথে সমন্বয় করতে হবে। ৪. শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা আয়ত্ত্ব করতে হবে। ৫. এসব শিশুদের ব্যাপারে শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে যত্নবান হতে হবে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও পরীক্ষার সময় একটু বেশি সময় দিতে হবে। ৬. খেলার উপযোগী শিক্ষা উপকরণ ও দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করে প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে খেলাধূলার আয়োজন করা যেতে পারে। ৭. যাতে তারা সময় নিয়ে খেলতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ৮. সামাজিক সভা সমাবেশ করা যেতে পারে যাতে এসব শিশুর প্রতি এলাকার গণ্যমান্যসহ সকলে সহানুভুতিশীল হয়। ৯. শিশুর মেধার যাচাই করতে হবে। তাদের বিশেষ কোন কাজে আগ্রহ বেশি সেই কাজে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং সেদিকে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। ১০. একটি বিশেষ দিকে তারা সাফল্যের সাথে কাজ করতে পারে সেদিকে তাদের ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে হবে। ১১. তাদের কারিগরী শিক্ষার দিকে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। যাতে তারা যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হতে পারে। ১২. এসব শিশুদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ		শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান, মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভায় এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। এছাড়া কেন্দ্র শিক্ষক এধরনের শিশুকে চিহ্নিত পূর্বক বিশেষ শিক্ষাপ্রদানে ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
	প্রদান। ১৩. তাদের দৈহিক যত্ন ও আত্মসম্মানবোধ বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তারা যাতে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে তার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে শিক্ষা ও দক্ষতা প্রদান করা। ১৪. তারা যেভাবে যথাযথ সামাজিক আচরণ শিখতে পারে সেদিকেগুরুত্ব প্রদান করা। সামাজিক আচরণ শিখতে না পারলে তারা সমাজের আন্যান্যদের সাথে মিলে মিশে থাকতে পারবে না। ১৫. এসব শিশুরা যাতে পরিবারে বা সমাজে বোঝা না হয় সেজন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা। মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী যাতে তারা পেশা বা বৃত্তিমূলক কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা।		শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান, মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভায় এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। এছাড়া কেন্দ্র শিক্ষক এধরনের শিশুকে চিহ্নিত পূর্বক বিশেষ শিক্ষাপ্রদানে ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(৪) শিশু শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও বিধিবিধান	**জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০** জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয়জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞানসহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য হবে।		মাসিক শিক্ষক সমন্বয়ন সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
	শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ • ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধমীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে মসজিদ, মন্দির ও গির্জা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতিমূলক ও মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। • ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতার ভিত্তিতে ইসিসিডির প্রেক্ষাপটে গুণগত মান বজায় রেখে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। • ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজের ক্ষেত্রে দ্বৈততা এড়িয়ে আপেক্ষাকৃত সুবিধা বঞ্চিত জনসমাজ এবং দুর্গম এলাকাগুলোকে কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। • ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে প্রারম্ভিক শৈশবে উদ্দীপনা তৈরী, যত্ন ও শিক্ষাপ্রদানের গুরুত্বের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবে।	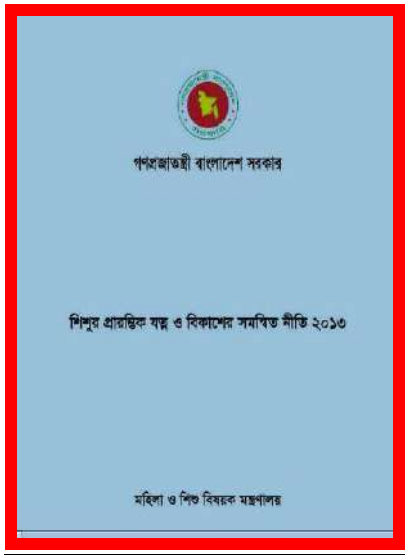	• প্রকল্পের বর্তমান কারিকুলাম ইসিসিডি প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন করে প্রণয়ন করা হয়েছে। • মাসিক শিক্ষক সমন্বয়ন সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা এ বিষয়ে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন প্রদান করা যেতে পারে।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(৪) শিশু শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও বিধিবিধান	**শিশু আইন ২০১৩** শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। শিশু অধিকার সুরক্ষায় সরকার এ আইনের মাধ্যমে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন- ➢ প্রত্যেক জেলা-উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় এক বা একাধিক প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ। ➢ শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন। ➢ জেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন। ➢ উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন। ➢ প্রত্যেক থানায় শিশু বিষয়ক ডেস্ক স্থাপন, ইত্যাদি।	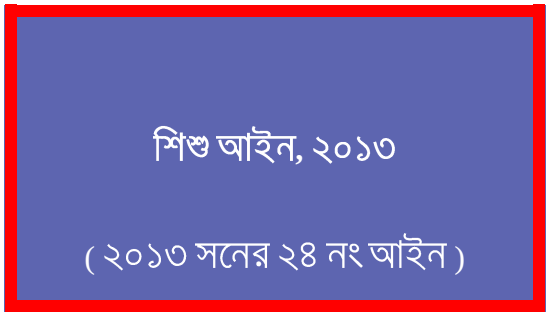	মাসিক শিক্ষক সমন্বয়ন সভায় এ বিষয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো গ্রহণযোগ্য মানের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিসমূহের আওতায় সকল শিশুর প্রারম্ভিক বয়সের যত্ন ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো প্রণয়ন করেছে।	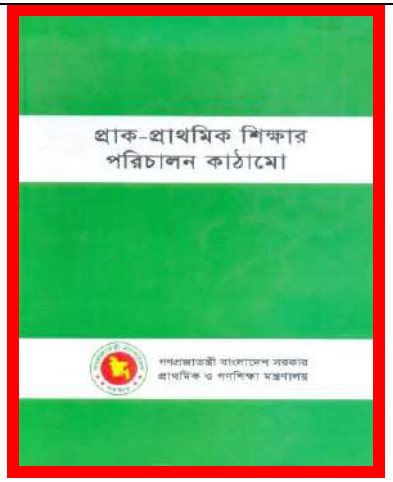	মাসিক শিক্ষক সমন্বয়ন সভায় এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।
	জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ • প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করত ৩-৫বয়সী শিশুদের শিশু বিকাশ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। • মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় স্ব-স্ব ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।		মাসিক শিক্ষক সমন্বয়ন সভায় এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২১ • ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকল ছেলে ও মেয়েদের গুনগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার মাধ্যমে তাদের প্রাকমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা। • ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকল নারী পুরুষকে সাক্ষরজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।	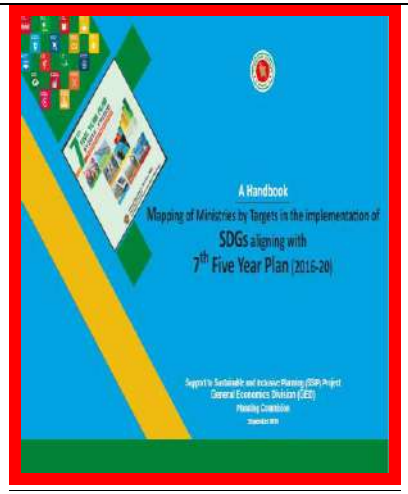	টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মন্দিরভিত্তিক প্রকল্প নিরলসভাবে কাজ করছে। তাই এ লক্ষ্যে প্রকল্পটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা বিশেষ প্রয়োজন।
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ ট্রাস্ট স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ (ক) যথাসম্ভব শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা; (খ) উপযোগী শিক্ষা ও কারিগরী জ্ঞানের ব্যবস্থা করা; এবং (গ) সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করা।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন)	মাসিক শিক্ষক সমন্বয়ন সভায় এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

বিষয়	সুপারিশমালা	সংশ্লিষ্ট ছবি	মন্তব্য
(৫) শিশু শিক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ	**মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক শিক্ষাদান ঃ** আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিজিটাল বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিশুদের আনন্দঘন পরিবেশে এবং প্রানবন্তভাবে শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে শিশুদের ছড়া, গল্প এবং ছড়া গান গুলো অভিনয় ও চিত্রাকারে ছোট ছোট স্লাইড তৈরী করে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহন করতে পারবে এবং লেখাপড়ার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়বে।		শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত করা যেতে পারে এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
	ডিজিটাল বই (বেবি'স টিচার) ঃ ১. ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো বেবি'স টিচার বই। এতে বিভিন্ন ধরনের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুতোষ বই রয়েছে। বইগুলো ডিজিটাল পদ্ধতির একটি উন্নত ডিভাইস যা ব্যবহার করে শিশুরা পড়তে পারে। এটি এক ধরনের সেনসরের মাধ্যমে কাজ করে। এ উন্নত ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুরা নিজেরাই শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজী, গণিত, বাংলা বর্ণমালা, ছড়া ,গল্প এবং ছড়া গান শিখতে পারবে।এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সহায়তার প্রয়োজন পড়বে না। অথচ শুদ্ধভাবে আনন্দের সাথে শিশুরা পাঠগ্রহনে আগ্রহী হবে।		এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের কারিকুলামে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বই প্রণয়ন করা যেতে পারে। বিষয়টি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের সিদ্ধান্ত।
	ডিজিটাল শ্লেট ২. ডিজিটাল শ্লেটের মাধ্যমে শিশুরা বাংলা বর্ণমালা ও ইংরেজী বর্ণমালা গ্রাফিক ডিজাইন অনুযায়ী শূদ্ধরুপে লিখণ পদ্ধতিতে শিখতে পারবে এবং সুন্দর হাতের লেখা আয়ত্ব করতে পারবে। এছাড়া এর সাহার্য্যে শিশুরা গণিতের সংখ্যাগুলোও লিখতে পারবে।		বিষয়টি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের সিদ্ধান্ত।

(৫) শিশু শিক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ	**প্যাটার্ণ অনুযায়ী বর্ণমালা লিখন ঃ** ৩. শিক্ষক সহায়িকা বইয়ের ২১ নাম্বার পৃষ্ঠায় ২১ টি প্যাটার্ণ অনুযায়ী সর্বমোট ৫০ টি বর্ণমালার মধ্যে ৪০টি বর্ণমালা লিখা যায়। তাই শিক্ষার্থীদের প্যাটার্ণ অনুযায়ী বর্ণমালা লিখার কৌশল শিখাতে হবে এবং তাতে শিশুদের লেখার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। এ ধরনের প্যাটার্ণ স্মার্ট মোবাইল, ট্যাব ইত্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুরা আয়ত্ব করতে পারবে।	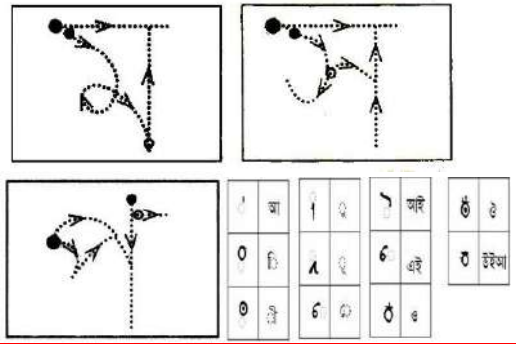	মাসিক শিক্ষক সমন্বয়ন সভায় এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।
	মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের কারিকুলামের সফটওয়্যার/এ্যাপস তৈরি ঃ ৪. প্রকল্পের সকল বই ই-বুক করা হলে শিশুরা সফটওয়্যার/এ্যাপস হতে বই গুলো প্রিন্ট/ডাউনলোড করে নিতে পারবে। ৫. এ্যাপস এর মাধ্যমে শিশুদের ছড়া, গল্প এবং ছড়া গান গুলো অভিনয় ও স্থির চিত্রাকারে ছোট ছোট ভিডিও আকারে দেখতে পারবে কারণ সম্পূর্ণ কারিকুলাম এই এ্যাপস এ সন্নিবেশিত হবে।		
	ইউটিউবের মাধ্যমে শিশুরা ছড়া, গল্প, গান ইত্যাদি শিখতে পারে। ইউটিউবের মাধ্যমে বর্ণমালা, সংখ্যা ইত্যাদি আনন্দের মাধ্যমে শিখা যায়। মোবাইল, এ্যানড্রয়েড ফোন ব্যবহার করে ইউটিউব দেখা যায়।		মাসিক শিক্ষক সমন্বয়ন সভায় এবং কেন্দ্র অভিভাবক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়

জাতীয় কর্মশালা-২০১৭ এর সুপারিশমালা

প্রকল্পের প্রশাসনিক কার্যক্রম

বিষয়	নং	সুপারিশমালা	মন্তব্য
প্রকল্পের প্রশাসনিক কার্যক্রম	১.	দেশব্যাপী মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ৪র্থ পর্যায় প্রকল্প সমাপ্ত হবে বিধায় দ্রুত ৫ম পর্যায় প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা যায়।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২.	দিনদিন প্রকল্পের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং বাকী ১১টি জেলা কার্যালয়ের সংখ্যা যুক্তিসঙ্গতভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৩.	প্রকল্পের গুরুত্ব ও আকার বিবেচনায় সহকারী পরিচালক (ICT), সহকারী পরিচালকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৪.	মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।	নীতি নির্ধারনী পর্যায়ের সিদ্ধান্ত।
	৫.	সকল বিভাগে উপ-পরিচালকের পদ সৃষ্টি করে ০৮ বিভাগে ০৮ জন উপ-পরিচালক নিয়োগ করা যেতে পারে।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৬.	মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রমকে বেগবান ও জোরদার করার জন্য সহকারী পরিচালক, মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর ও ফিল্ড সুপারভাইজারদের জন্য আলাদা আলাদা মোটর সাইকেলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৭.	শিক্ষকগণের মাসিক সম্মানী কমপক্ষে ৫০০০/= টাকা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাগ, ইউনিফর্মের ব্যবস্থা করা যায়।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৮.	প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষকের জন্য ০১টি চেয়ার, ০১টি টেবিল, ০১টি পেটা ঘন্টা সরবরাহ করা প্রয়োজন।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৯.	শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ০১টি করে ক্রেস্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১০.	মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পে ০২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা যেতে পারে।	নীতি নির্ধারনী পর্যায়ের সিদ্ধান্ত।
	১১.	জাতীয় দিবস সমূহ পালন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১২.	মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটরদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন ।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১৩.	মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা।	নীতি নির্ধারনী পর্যায়ের সিদ্ধান্ত।
	১৪.	প্রতি বছর জেলা/জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান করে সুন্দর হাতের লেখা অনুশীলনে উৎসাহিত করা যেতে পারে।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১৫.	প্রাক-প্রাথমিক স্তরে "আমার প্রথম পড়া' ও "আমরা শিখি গণিত' বই দুটির সমন্বয়ে একটি বই করা যায়।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১৬.	প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-লিখন, প্যাটার্ণ, বর্ণাংশ, বর্ণমালা, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি অনুশীলনের জন্য একটি অনুশীলন খাতা তৈরী করে সরবরাহ করা যেতে পারে।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১৭.	প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমপক্ষে ৭ দিন এবং প্রতিবছর রিফ্রেসার্স কোর্সের আয়োজন করা যেতে পারে।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।

বিষয়	নং	সুপারিশমালা	মন্তব্য
প্রকল্পের প্রশাসনিক কার্যক্রম	১৮.	সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগণের চাহিদা থাকায় গীতা শিক্ষা স্কুল স্থাপন করা যেতে পারে।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১৯.	প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাপক প্রচারের জন্য বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কর্মশালা, সেমিনার ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা যায়। এছাড়া গণমাধ্যমের সহযোগিতা গ্রহণ করা যায়।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২০.	প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিদর্শন, সুপারভিশন, মনিটরিং কার্যক্রম আরও জোরদার করা যায়।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২১.	প্রতি বছর বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন করে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা যায়।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২২.	শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে পানিয় জল ও টয়লেটের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২৩.	শিক্ষাকেন্দ্রে আরো ভালো বসার ব্যবস্থা করা দরকার এবং শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করা যায়।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২৪.	দুর্বল মন্দিরের অবকাঠামো উন্নয়ন করা প্রয়োজন।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২৫.	মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরো জোরদার করার জন্য উপজেলা মনিটরিং কমিটির সভা পুনরায় চালু করা এবং জেলা এবং উপজেলা উভয় পর্যায়ে সম্মাণী ভাতার ব্যবস্থা করা দরকার।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২৬.	বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাকার্যক্রমকে প্রানবন্ত ও অর্থবহ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২৭.	পরিবর্তিত ও আধুনিকায়নকৃত কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদানে শিক্ষকগণ যাতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া উচিত।	
	২৮.	বর্তমানে মনিটরিং ও সুপারভিশনের জন্য প্রতি ১০০ কেন্দ্রের জন্য ০১ জন ফিল্ড সুপারভাইজার রয়েছে। জেলা সদর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে এত অধিক সংখ্যক কেন্দ্র পরিদর্শন করা সুপারভাইজারের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। সে কারণে এ জাতীয় প্রকল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণভাবে ফিল্ড সুপারভাইজারের সংখ্যা যুক্তিসঙ্গতভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।